27227 - ফজররে ওয়াক্ত হয় নাই মনে করে আযানরে পর পানি পান করছে

প্রশ্ন

আমি ঘুমিয়ে ছিলাম। তাই ফজররে আযান শুনিনি। ঘড়রি এলার্ম সঠিক সময়রে চয়ে বেলিম্বে সটে করা ছলি। আমি এক গ্লাস পানি পান করার পর নামাযরে ইকামত শুনতে পলোম। এমতাবস্থায় আমার উপর কী বর্তাবে? সে ব্যাপারে আমাকে অবহতি করুন। আপনারা সওয়াব পাবনে।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।.

আলহামদুলিল্লাহ।

যে ব্যক্তি ফজররে ওয়াক্ত হয়নি মনে করে, পানাহার করে ফলেছে; পরবর্তীতে প্রতীয়মান হয় যে তখন ফজররে ওয়াক্ত হয়ে গিয়েছে; আলমেদরে বিশুদ্ধ মতানুযায়ী তার উপর কোন কিছু বর্তাবে না। কনেনা সে ব্যক্তি সময় সম্পর্কে অজ্ঞ ছলি। তাই সে ওজরগ্রস্ত।

শাইখ উছাইমীন (রহঃ) বলনে: "যদি রোযাদার অজ্ঞতাবশতঃ রোযা-ভঙ্গকারী কোন একটি বিষয়ে লিপ্ত হয় সক্ষেত্রে তার রোযা শুদ্ধ হবে। তার এ অজ্ঞতা সময় সম্পর্কে হোক কিংবা হুকুম সম্পর্কে হোক। সময় সম্পর্কে অজ্ঞতার উদাহরণ হল, কউে শষে রাতে ঘুম থকেে উঠল, তার ধারণা ছলি যে, তখনও ফজররে ওয়াক্ত হয়নি, তাই সে পানাহার করে নলি। কিন্তু বাস্তবে প্রতীয়মান হল যে, তখন ফজররে ওয়াক্ত হয়ে গিয়েছেলি। এমন ব্যক্তরি রোযা শুদ্ধ হবে। যহেতেু তিনি সময় সম্পর্কে অজ্ঞ ছলিনে।

আর হুকুম সম্পর্কে অজ্ঞতার উদাহরণ হচ্ছে, কোন রোযাদার শিঙ্গা লাগাল। কিন্তু তিনি জানতনে না যে, শিঙ্গা লাগালে রোযা ভঙ্গে যায়। এমন ব্যক্তরি ক্ষত্রেওে বলা হবে: আপনার রোযা শুদ্ধ। এই অভিমিতরে দলিল হচ্ছে, আল্লাহ্র বাণী: "হে আমাদরে রব্ব! যদি আমরা বিস্মৃত হই অথবা ভুল করি তবে আপনি আমাদরেকে পাকড়াও করবনে না। হে আমাদরে রব! আমাদরে পূর্ববর্তীগণরে উপর যমেন বোঝা চাপিয়ে দিয়েছেলিনে আমাদরে উপর তমেন বোঝা চাপিয়ে দবিনে না। হে আমাদরে রব! আপনি আমাদরেকে এমন কিছু বহন করাবনে না যার সামর্থ আমাদরে নইে। আর আপনি আমাদরে পাপ মোচন করুন, আমাদরেকে ক্ষমা করুন, আমাদরে প্রতি দয়া করুন, আপনি আমাদরে অভিভাবক। অতএব কাফরে সম্প্রদায়রে বরিুদ্ধে আমাদরেকে সাহায্য করুন।"[সূরা বাকারা, আয়াত: ২৮৬] এটি কুরআনরে দলিল।

আর সুন্নাহ্‌র দলিল হচ্ছে: ইমাম বুখারী তাঁর সহিহ গ্রন্থে আসমা বিনতে আবু বকর (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন “নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যামানায় একবার মেঘাচ্ছন্ন দিনে আমরা ইফতার করে ফেললাম, এরপর সূর্য উঠল।” অর্থাৎ তারা দিন থাকতে ইফতার করে ফেলেছেন। কিন্তু তারা জানতেন না। বরং তাদের ধারণা হয়েছিল যে, সূর্য ডুবে গেছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে সে রোযাটি কাযা পালন করার নির্দেশ দেননি। যদি কাযা পালন করা ওয়াজিব হত তাহলে তিনি অবশ্যই তাদেরকে সে নির্দেশ দিতেন। আর যদি তিনি তাদেরকে নির্দেশ দিতেন তাহলে সে তথ্য আমাদের কাছে অবশ্যই পৌঁছত।”[মাজমুউল ফাতাওয়া ১৯]

আরও জানতে দেখুন 38543 নং প্রশ্নোত্তর